বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 16, Issue 01, 2025

বিএলআরআই উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাকসিন সিড প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়িত "জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) ভ্যাকসিন সিড হস্তান্তর অনুষ্ঠান গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) ভ্যাকসিনটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন ও খামারি পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

ভ্যাকসিন সিড হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এছাড়াও সম্মানীয় অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বেলা ১১.০০ টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। এরপর ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের পটভূমি, ভ্যাকসিন উদ্ভাবন প্রক্রিয়া, উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের ব্যবহার বিধি ও গুরুত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ট্রান্সবাউন্ডারি অ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টারের দপ্তর প্রধান ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ। এ সময় উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের উপরে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষজ্ঞ আলোচনা। এসময় আলোচনা করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. বাহানুর রহমান এবং বাংলাদেশ সিস্টেমস স্ট্রেন্থেনিং ফর ওয়ান হেলথ এর চীফ অফ পার্টি ও চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. নিতীশ চন্দ্র দেবনাথ।

বিশেষজ্ঞ আলোচনার পরে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা। উন্মুক্ত আলোচনা অংশে বক্তব্য রাখেন বিএলআরআই এর সাবেক মহাপরিচালকগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষকগণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বটি পরিচালনা করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের আগে বিএলআরআই উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) ভ্যাকসিন সিডটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এসময় ভ্যাকসিন বিষয়ক একটি

দ্বিপাক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ভ্যাকসিনটির প্রোডাকশন ম্যানুয়ালের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, এলএসডি ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশের লিডারশিপ প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে উদ্ভাবন এবং হস্তান্তর করেই খুশি হলে চলবে না। আরও পথ আমাদের বাকি রয়েছে, সেগুলোও সঠিকভাবে অতিক্রম করতে হবে। ভ্যাকসিনেশন পরবর্তী মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সেই তথ্যের আলোকে প্রয়োজনে ভ্যাকসিনের মানোন্নয়ন করতে হবে।

এসময় তিনি আরও বলেন, ভ্যাকসিনের মান ঠিক থাকলে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব। আমাদের লক্ষ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যতে বিদেশে এলএসডি ভ্যাকসিন রপ্তানি করা। গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি আরও বলেন, গবেষণা ও উন্নয়ন (রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট) সক্ষমতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। এলএসডি আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতোটা ক্ষতি করছে তা খুঁজে বের করতে হবে। এছাড়া রোগাক্রান্ত প্রাণী বিক্রি হচ্ছে কি না তা মনিটরিংয়ের পাশাপাশি রোগাক্রান্ত প্রাণীর মাংস গ্রহণের কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া আছে কি না সেটিও গবেষণা করে দেখতে হবে। নতুন নতুন রোগ আসবেই। সেগুলো মোকাবেলার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাসও তিনি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, এলএসডি একটি ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এর প্রতিকারের বিকল্প নেই। সেই ক্ষেত্রে বিএলআরআই উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এই ভ্যাকসিন যেনো প্রান্তিক খামারিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়, সেই লক্ষ্যে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। ভ্যাকসিনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাবতীয় সকল সহযোগিতা বিএলআরআই হতে করা হবে বলেও তিনি অঙ্গীকার করেন।

মহিষ আমাদের সম্পদ: উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

"মহিষ আমাদের সম্পদ। মহিষ পালনকারীরা আমাদের সম্পদ। মহিষের মাংসে কোলেস্টেরল কম, তাই মহিষের মাংসকে জনপ্রিয় করতে হবে। দেশের নানা স্থানে মহিষের দুধ থেকে তৈরি দইয়ের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। মহিষের দইকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কাজ করতে হবে। পাশাপাশি মহিষ পালনকারী খামারিদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, সংগৃহীত তথ্য নিয়ে গবেষণা করতে হবে।"

"মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত)" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত)" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালা গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উপদেষ্টা মহোদয় এসময় আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এখন অনস্বীকার্য বাস্তবতা। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এমন প্রাণী হিসেবে মহিষকে অনেক গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। মহিষ বৈষম্যের শিকার হওয়া একটি প্রাণী। তাই মহিষ পালনকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কাজ করতে হবে। অভিজ্ঞ মহিষ খামারিরা মহিষের হিটে আসা শনাক্ত করতে পারেন, মহিষ সংক্রান্ত নানাবিধ জ্ঞান ধারণ করেন। তাদের জ্ঞানকে বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ

করতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্প শেষে গবেষণা কার্যক্রমগুলোকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো কোন গ্যাপ না থাকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, আমি অতিথি হয়ে নই, বরং সাথে থাকতে চাই। সাথে থাকার সুযোগ হতে বঞ্চিত হতে চাই না। পাশাপাশি তিনি বিএলআরআই এর নানাবিধ সংকট নিরসনে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাসও ব্যক্ত করেন। এছাড়াও, উক্ত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া, বিএআরসি এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিম এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

সকালে প্রকল্পের গবেষণা অর্জনের উপরে পোস্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন শুরু হয়। এরপর দুপুর ০২.০০ ঘটিকায় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হতে পাঠের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অগ্রগতি ও অর্জন তুলে ধরেন উক্ত প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক ও বিএলআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গৌতম কুমার দেব। এ সময় তিনি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি

ও অর্জনসমূহও তুলে ধরেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষজ্ঞ আলোচনা। এ সময় আলোচনা করেন বিএলআরআই এর সাবেক মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. ওমর ফারুক।

বিশেষজ্ঞ আলোচনার পরে অনুষ্ঠিত হয় কারিগরি সেশন ও উন্মুক্ত আলোচনা। উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব পরিচালনা করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এসময় বক্তব্য রাখেন বিএলআরআই-এর সাবেক মহাপরিচালকগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষকগণ এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে তাদের বক্তব্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক-এর সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালাটির সমাপ্ত ঘোষণা করেন সমাপনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেগুলো যেনো ধরে রাখা যায় সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সদয় দৃষ্টি কামনা করি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আমেনা বেগম-এর বিএলআরআই পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব আমেনা বেগম গত ০৪/০১/২০২৫ খ্রি. তারিখে দেশের প্রাণিসম্পদ গবেষণার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মো. আরমান হায়দার। পরিদর্শনকালে তিনি ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী-কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব জনাব আমেনা বেগম, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উপসচিব

জনাব মো. আরমান হায়দার। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

বেলা ১১.০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই প্রধান অতিথি জনাব আমেনা বেগম উপস্থিত বিজ্ঞানী-কর্মকর্তাগণের সাথে পরিচিত হন। মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। সভায় বিএলআরআই এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম তুলে ধরেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং মহিষ উন্নয়ন ও গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. গৌতম কুমার দেব। এ সময় জনাব আমেনা বেগম ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আমেনা বেগম বলেন, ভোক্তার চাহিদা, জনগণের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা করতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে। গ্রামীণ মানুষের আয়-উপার্জন সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, গ্রামীণ নারীদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিএলআরআই এর কাজের পরিধি বাড়ানোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিশ্ব বাজারে মাংস রপ্তানির ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

গবেষকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, গবেষকদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের জন্য প্রণোদনার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এলক্ষ্যে বিএলআরআইকেই উদ্যোগী হতে হবে। বিএলআরআই এর বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাসও তিনি ব্যক্ত করেন। মতবিনিময় সভা শেষ করে অতিরিক্ত সচিব মহোদয় ইনস্টিটিউটের ট্রান্সবাউন্ডারি অ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টারের ভ্যাকসিন এন্ড বায়োলজিক্স রিসার্চ ল্যাবরেটরি এবং এপিডেমিওলজি রিসার্চ ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন।

“উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক ০৩ (তিন) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. হতে ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী “উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়ন এবং অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি বিএলআরআই-এর ট্রেনিং ডরমিটরিতে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. তোফাজ্জেল

হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. গৌতম কুমার দেব।

উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পর্যায়ের ৩৬ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের কৌশল এবং প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে দাপ্তরিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন।

"গবেষণা পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে এবং বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টার এর আয়োজনে গত ২৬/০১/২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে ০৬/০২/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১২ দিনব্যাপী "গবেষণা পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিএলআরআই-এর সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. তোফাজ্জেল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. সাজেদুল করিম সরকার।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বিএলআরআই-এর উদ্ভাবন পরিদর্শন

গত ২৬/০২/২০২৫ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম বিএলআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "IoT-বেইজড ডেইরি ফার্মিং" শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণাটি পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের চিফ ইনোভেশন অফিসার ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) জনাব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর, ইনোভেশন অফিসার ও মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব শাহ আলম মুকুল এবং মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিএলআরআই পৌঁছানোর পরে তাদের উপস্থিতিতে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের চিফ ইনোভেশন অফিসার ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনাব শাহ আলম মুকুল। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। সভায় বিএলআরআই এর ইনোভেশন টিমের সদস্য ও ইনোভেটরগণ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার শুরুতেই "এক নজরে বিএলআরআই" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনোভেশন অফিসার ড. ছাদেক আহমেদ। এছাড়াও "বিএলআরআই ইনোভেশন কার্যক্রম" শীর্ষক একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করেন ইনস্টিটিউটের তথ্য কর্মকর্তা ও ইনোভেশন টিমের সদস্য জনাব দেবজ্যোতি ঘোষ। পাশাপাশি এসময় বিএলআরআই

কর্তৃক বাস্তবায়িত "IoT বেইজড ডেইরি ফার্মিং" শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণা সম্পর্কে উপস্থাপন করেন ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব ইশতিয়াক আহম্মদ পিহান।

উপস্থাপনা প্রদর্শনের পরে অনুষ্ঠিত হয় একটি উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব। এ সময় আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ইনোভেটরগণের নিকট হতে তাদের উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে জানতে চান। পাশাপাশি এসময় তারা সরকারি কাজ এবং নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের গুরুত্ব সম্পর্কে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

মত বিনিময় সভা শেষ হওয়ার পরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম "IoT বেইজড ডেইরি ফার্মিং" শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। বিএলআরআই-এর মহিষ গবেষণা খামারে ধারণাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শুরুতেই ধারনাটির উদ্ভাবক জনাব ইশতিয়াক আহম্মদ পিহান সকলকে স্বাগত জানান। এসময় তিনি তার ধারণার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান ফগিং সিস্টেম এবং সহায়ক অন্যান্য যন্ত্রপাতি কিভাবে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে সম্পর্কে সকলকে ধারণা দেন এবং হাতে কলমে নমুনা প্রদর্শন করে দেখান।

বিএলআরআই-এর ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব ইশতিয়াক আহম্মদ পিহান এর নেতৃত্বে গঠিত একটি টিম "IoT বেইজড স্মার্ট ডেইরি ফার্মিং" শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়ন করছে। টিমের অন্যান্য সদস্যগণ হলেন ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব আনোয়ার হোসেন; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব সোনিয়া সুলতানা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব আয়েশা সিদ্দীকা আফসানা, মহিষ উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গৌতম কুমার দেব এবং ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. রাকিবুল হাসান।

ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গবাদি প্রাণীর গায়ে নেক বেল্টের মাধ্যমে কতগুলো সেন্সর লাগানো থাকবে যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউডে প্রতিনিয়ত তথ্য পাঠাবে। এর মাধ্যমে তার ডেইলি এক্টিভিটি, ফিজিওলজিকাল কন্ডিশন, হিটে আসার সময়, দৈনিক খাবার গ্রহণের পরিমান, ফিজিওলোজিকাল অন্যান্য এক্টিভিটি, হিট স্ট্রেসসহ অন্যান্য স্ট্রেস, বিভিন্ন মেডিসিন ও টিকা দেওয়ার সময়, তার সকল প্রডাকটিভ ও রিপ্রডাকটিভ ডাটা, ইন্ডিভিজুয়াল রেশন, রোগ-বালাই সনাক্তকরণ ও অন্যান্য সকল নির্ভূল তথ্য ক্লাউডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে যা যেকোন জায়গা থেকে মনিটরিং করা যাবে। ফলে দ্রুত সময়ে নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত পাওয়ায় খামারে রোগ-বালাইসহ অন্যান্য ঝুঁকি অনেকাংশেই কমে যাবে। এতে করে খামারের লভ্যাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং গবেষণার গুণগত মানও বাড়বে।

উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ

- অটোমেটিক ডাটা এনালাইসিস এর মাধ্যমে কোন গরু খামারের জন্য লাভজনক তা সহজেই নির্ধারণ করা যাবে।
- ভিডিও মনিটরিং এবং ডাটা এনালাইসিস এর মাধ্যমে অসুস্থ্য গাভীকে আগেই সনাক্ত করা যাবে।
- অটোমেটেড সিস্টেমের কারণে খামারে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কমে যাবে।
- খামারে শ্রমিকের চাহিদা ও শ্রমিক খরচ কমবে।
- গাভী হিটে আসলে সহজেই শনাক্ত করা যাবে সময়মত পাল দেওয়া সম্ভব হবে।
- হিট স্ট্রেস সহজেই প্রশমন করা যাবে এবং খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- বিভিন্ন সংক্রামক রোগবালাই এর প্রাদুর্ভাব কমে যাবে।
- রেকর্ড কিপিং সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।
- পর্যায়ক্রমে বৃহৎ আকারে কমন মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে বিএলআরআইতে ধারণাটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাথমিক গবেষণা, কাস্টমাইজড আইওটি ডিভাইস তৈরি এবং সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএলআরআই-এর মহিষ গবেষণা খামারের মহিষে তৈরিকৃত ডিভাইসসমূহ এবং হিট স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার ফগিং সিস্টেম এবং কুলিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খামারে ইনস্টলকৃত ডিভাইসসমূহ ব্যবহার করে হিট স্ট্রেস প্রশমনের ফলে মহিষের স্বাস্থ্য ও দুগ্ধ উৎপাদনে কি কি পরিবর্তন আসছে তা গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিএলআরআই এ মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে গত ২৬/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপিত হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দিনব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এ সময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, দপ্তর প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানগণসহ ইনস্টিটিউটের সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

এছাড়াও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করে বাদ আসর ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবন ও বিভিন্ন বিভাগীয় ভবনে বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জা করা হয়। এছাড়াও গত ২৫/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখ বাদ আসর ২৫ মার্চ কালোরাতে নিহতদের স্মরণে ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বিএলআরআই-এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহও পতাকা উত্তোলন, আলোকসজ্জাকরণসহ উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে।

‘Integrated Digital Service Delivery Platform’ শীর্ষক সফটওয়্যারের ব্যবহার সম্পর্কিত সেমিনার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত “মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা কার্যক্রম চালুকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ‘Integrated Digital Service Delivery Platform for MoFL’ শীর্ষক সফটওয়্যারের বিভিন্ন মডিউলের ব্যবহার সম্পর্কিত একটি সেমিনার গত ২৩/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১০.৩০ মিনিটে ইনস্টিটিউটের ট্রেনিং ডরমিটরিতে সেমিনারটি আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও ইনোভেশন অফিসার ড. ছাদেক আহমেদ। এছাড়াও সেমিনারে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মো. ইলিয়াস হোসেন।

সেমিনার পরিচালনা করেন সফটওয়্যার নির্মাণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান Synesis IT-AKR JV। সেমিনারে সফটওয়্যারের বিভিন্ন মডিউল ব্যবহার সম্পর্কে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসময় অংশগ্রহণকারীগণ সফটওয়্যারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং সফটওয়্যারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। সেমিনারে সফটওয়্যারের বিভিন্ন মডিউলের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত ১২ জন কর্মকর্তা ও ১০ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে "সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ" গত ০৯/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ।

প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রশিক্ষকগণ তাদের বক্তব্যে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব, বিভিন্ন প্রকার সেবা যেমন নাগরিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত আইন-কানুন, বিধি-বিধান, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নাগরিক অধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বিএলআরআইতে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গত ১৩/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব নীলুফা আক্তার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান এবং প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ।

প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রশিক্ষকগণ তাদের বক্তব্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং বিভিন্ন ধারা উপধারাসমূহ, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০২০, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০, তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করেন ও এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উপদেষ্টা
ড. শাকিলা ফারুক
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম